সংবাদ

তারিখ 22 DEC 2002
পৃঃ ১ কলাম ৬

জাবেদ-নোমান বাহিনীর চাঁদা আদায়ে বাধা দেয়ার জের

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর ও তালা, ২ ডাক্তার আহত

❑ আজ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি বৈঠক, ক্যাম্পাসে বিপুল পুলিশ মোতায়েন

বাকি বিল্লাহ ॥ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদের মেয়াদোত্তীর্ণ ভিপি ও ছাত্রদল নেতা জাবেদ তার বাহিনী দিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও তালা ঝুলিয়েছে। তারা ড্যাব ও বিএমএ নেতা ডা. মোস্তাক রহিমের কার্যালয়েও তালা ঝুলিয়েছে। শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধ চাঁদা আদায়ে বাধা দেয়ার কারণে জাবেদ ও নোমান গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। জাবেদ ও নোমান বাহিনী ২ জন চিকিৎসককে মারধর করেছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা ঘটনার সময়

তালা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

শনিবার থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে বাধা দেয়ায় জাবেদ-নোমান বাহিনী অধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। (বাঁয়ে) ফরম নেয়ার জন্য লাইন —সংবাদ

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সরজমিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গেলে দায়িত্বশীল এক শিক্ষক জানান, ১১ই নভেম্বর কলেজ ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ডা. জাবেদ ও নোমান নিয়মবহির্ভূতভাবে কলেজ সংসদ দখলে রাখছে।

রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান এ প্রতিবেদককে জানান, কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অধ্যক্ষের কার্যালয়সহ সকল গেটে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। পুলিশ জাবেদ বাহিনীর লাগানো তালা রাতে ভেঙে ফেলেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। তবে রাত ৮টা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তার গোয়েন্দা সূত্রসহ কয়েকটি সংস্থা জানায়, জাবেদ বাহিনী শনিবার কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। ঢাকা মেডিক্যালের জাবেদ বাহিনীর ক্যাডারদের এম.এস.এমডি কোর্সে ভর্তির সুযোগ না দেয়ায় তারা অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ জানান, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে তিনি মেডিসিন ওয়ার্ডে জরুরি রোগী দেখতে গেছেন। এ সময় এ ঘটনা ঘটে। এছাড়া প্রসপেক্টাস বিক্রির নামে ৮০ টাকা করে চাঁদা আদায়ের অনুমতি না দেয়ায় তারা এ ঘটনা ঘটায়।

তালা ঃ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আতঙ্কে ক্যাম্পাস থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে এ সব তথ্য জানা গেছে।

কলেজ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল থেকে এমবিবিএস ও এমএসএমডি কোর্সে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জাবেদ বাহিনী প্রসপেক্টাস বিক্রির নামে অবৈধভাবে ছাত্রপিছু জোরপূর্বক ৮০ টাকা চাঁদা আদায় শুরু করে। ছাত্রছাত্রীরা এ চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ করে। তখন অধ্যক্ষ প্রফেসর তোফায়েল আহম্মদসহ কয়েকজন শিক্ষক অবৈধভাবে টাকা আদায়ে বাধা দেন। এরপরই জাবেদ ও নোমান তাদের গ্রুপের ২শ'র বেশি যুবককে নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। তারা ক্যাম্পাস ও হাসপাতাল প্রদক্ষিণশেষে কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে যায়। তারা ফুলের টবসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। দরজায় লাথি দিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে ঢোকে। অধ্যক্ষকে কক্ষে না পেয়ে উপস্থিত চিকিৎসক আমিনুল হকসহ ৩/৪ জনকে মারধর করে কার্যালয় থেকে বের করে দেয়। পরে কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ওই সময় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ভয়ে দৌড়ে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যান। এরপর জাবেদ বাহিনী ফরেনসিক বিভাগে গিয়ে বিএমএ'র যুগ্ম সম্পাদক ও ড্যাব নেতা ডা. মোস্তাক রহিমের ফরেনসিক বিভাগের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় তারা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। তারা অধ্যক্ষ ও ডা. মোস্তাক রহিমের অপসারণ দাবি করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রমনা থানার ওসি মাহবুবের নেতৃত্বে প্রায় ৫০/৬০ পুলিশ সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যায়। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও অধ্যক্ষের কার্যালয়ে লাগানো তালা ভেঙে ফেলে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ডা. জাবেদ, ডা. নোমান, ডা. সোলাইমান ও ডা. কাজলসহ ৪০/৫০ জন ছাত্রদল ক্যাডারের হাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জিম্মি হয়ে আছেন। তারা শুক্রবার রাতে কলেজের ইন্টার্নি হোস্টেলে ডা. শাহীনকে মারধর করেছে। এর আগে তারা ড্রাইভার জাকিরকে হত্যার চেষ্টা করেছে। শনিবার অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে মেডিসিনি বিভাগের এক সিনিয়র চিকিৎসককে মারধর করেছে।

সূত্র জানায়, মেডিক্যাল কলেজের টেন্ডার, লোক নিয়োগ, প্রশাসন পরিচালনায় বাধা, ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ সকল অপকর্মে ছাত্রদল নেতা ও ডা. জাবেদ, ডা. নোমান, ডা. সোলাইমান, ডা. কাজলসহ ৪০/৫০ জন জড়িত বলে একজন শিক্ষক অভিযোগ করেন। কলেজ ছাত্র সংসদে তাদের নির্যাতন সেলও রয়েছে। ওই সেলে কর্মচারী জাকিরকে ধরে নিয়ে মারধর করেছে।